দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 23 OCT 2017
পৃষ্ঠা 6 কলাম 7

মেডিক্যাল প্রশ্নফাঁস প্রতারণায় জড়িত চিকিৎসক-কর কর্মকর্তা

- গ্রেপ্তার ২ আরও ১০ জনকে খুঁজছে র‍্যাব
- কর কর্মকর্তাকে সাময়িক বহিষ্কার

হাবিব রহমান ●

হাত বাড়ালেই পাবেন মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। তবে আপনাকে গুনতে হবে ১০ থেকে ২০ লাখ টাকা। এমন প্রচার চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেয় একটি চক্র। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। পরীক্ষা শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে র‍্যাবের জালে ধরা পড়েন চক্রের মূলহোতা সহকারী কর কমিশনার দিপংকর চন্দ্র সরকার (৪০)। তার কাছ থেকে পাওয়া একটি প্রশ্নপত্র তখন পাঠানো হয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে। পরে কর্তৃপক্ষ জানায়, মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে তা মেলেনি। তবে এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহভাজন তিন চিকিৎসকসহ আরও ১০ জনকে খুঁজছে র‍্যাব।

র‍্যাব বাদী হয়ে রাজধানীর কলাবাগান থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। এজাহারে উল্লেখ করা হয়, ২০১৭-১৮ সালের এমবিবিএস বা বিডিএস প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার দিন ধার্য ছিল

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৩

মেডিক্যাল প্রশ্নফাঁস প্রতারণায় জড়িত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) গত ৬ অক্টোবর। পরীক্ষার আগেই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‍্যাব জানতে পারে, একটি প্রতারক চক্র মোবাইল ফোন, এসএমএস, ই-মেইলের মাধ্যমে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের কার্যক্রম চালাচ্ছে। আর এ ঘটনার মূলহোতা কর্মকর্তা দিপংকর চন্দ্র সরকার। এ অভিযুক্ত তার মোবাইল ফোন (০১৯৯৩৭৮৩০০৭) থেকে সম্ভাব্য প্রশ্নপত্র ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের কাছে বিতরণ করছিলেন। এমন সংবাদের ভিত্তিতে পরীক্ষার কয়েক ঘণ্টা আগে র‍্যাব ৩-এর একটি দল কলাবাগান থানা এলাকার এক বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তার কাছ থেকে সম্ভাব্য প্রশ্নপত্র ও মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে দিপংকর জানান, চুক্তি অনুযায়ী পরীক্ষার পর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া চেকের অর্থ উঠানোর কথা ছিল। প্রায় ১৫ জনের বেশি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেয় এ চক্র। আর এর সঙ্গে ডা. সোলাইমান হোসেন মেহেদী, রাশেদুজ্জামান, সাবিনা ইয়াসমিন ওরফে তিন্নি, জাকির হোসেন, সাজ্জাদ, সুজন, ডা. অনিক, ডা. বারেক, শাসসুর রশিদ দিপু, প্রেমেল হোসেনসহ অজ্ঞাতনামা আরও কিছু ব্যক্তি জড়িত আছেন বলে র‍্যাবকে জানান দিপংকর। তার এ তথ্যের ভিত্তিতেই যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে একরামুল ইসলাম ওরফে বাবু নামে আরেকজনকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। বাবুর কাছ থেকে একটি কম্পিউটার ও ১২ পাতার প্রশ্নপত্র জব্দ করা হয়।

দিপংকর চন্দ্র সরকার ঢাকার কর অঞ্চল ৬-এ কর্মরত ছিলেন। এ ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়ায় তাকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃপক্ষ। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, কর কর্মকর্তা দিপংকরের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। সরকারি চাকরি বিধিমালানুযায়ী তার বিরুদ্ধে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন ওই সূত্র।

অন্যদিকে র‍্যাবের দায়ের করা মামলাটির তদন্ত করছে কলাবাগান থানা পুলিশ। ইতোমধ্যে একদিনের রিমান্ডে এনে দিপংকরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে কলাবাগান থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ইয়াসিন আরাফাত আমাদের সময়কে বলেন, মামলার তদন্ত তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলছে। এর বেশি আর কিছু জানানো যাবে না।